দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ JUN 11 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছেন আশাহত বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা॥ শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়বে

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশের প্রায় পাঁচ লাখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর সঙ্গে জোট সরকার প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা। তাঁরা বলছেন, বার বার প্রতিশ্রুতি দিলেও জোট সরকারের শেষ বাজেটেও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ দশ ভাগ বাড়িয়ে এক শ' ভাগে উন্নীত করা হয়নি। বাড়ানো হয়নি অন্য কোন সুবিধা। আশাহত হয়ে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা কঠোর আন্দোলনের দিকে যাচ্ছেন। লাগাতার ধর্মঘট থেকে শুরু করে তাঁরা যেকোন ধরনের কর্মসূচী দিতে প্রস্তুত। এতে চরম হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশের বেসরকারী শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁদের এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের রাজপথে থেকে দাবি আদায়ের পথ বেছে নিতে হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন ইতোমধ্যে কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছে। কেউ কেউ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে এবং করছে। তারা অবিলম্বে বাজেট প্রস্তাব সংশোধন করে ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে বেতন বৃদ্ধিসহ সকল শিক্ষক-কর্মচারীর দাবিসংবলিত সকল প্রত্যাশা পূরণের জন্য অর্থ সংস্থান করার দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, বিরোধী দল থেকে শুরু করে কিছুদিন আগ পর্যন্তও জোট সরকার বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ দশ ভাগ বৃদ্ধি করে এক শ' ভাগে উন্নীত করবে বলে অঙ্গীকার করতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রীও এই ঘোষণা দেন একাধিক বার। কিছুদিন আগেও শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক সরকার সমর্থক শিক্ষকদের একটি অনুষ্ঠানে বলে আসেন "কিছুদিনের মধ্যেই বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন দশ ভাগ বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হবে"। এভাবে প্রায় শত শত বার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। শিক্ষকরা ভেবেছিলেন হয়ত এই সরকারের শেষ বাজেটে অন্তত ভোটের কথা বিবেচনা করে হলেও বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হবে। এজন্য তারা ৮ জুন পর্যন্ত নানা

(১১- পৃষ্ঠ: ৪-এর কঃ দেখুন)

কঠোর আন্দোলনে

(১২-এর পাতার পর)

আল্টিমেটাম দিয়েছিল। কিন্তু ৮ জুন জাতীয় সংসদে ঘোষিত বাজেটে দেশের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীকে আশাহত করে শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো থেকে শুরু করে তাদের সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি। এতে করে শিক্ষকরা তাৎক্ষণিকভাবেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অনেকে রাস্তায় নামেন।

প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, এই সরকার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে যে বার বার প্রতারণা করছে তা তাদের শেষ বাজেটেও প্রমাণ করে গেল। তাঁর ভাষায় এই সরকার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কিছু কালাকানুন এবং প্রায় দুই সহস্রাধিক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত এবং হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে নির্যাতন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

সরকারের শেষ বাজেটেও দাবি পূরণ না হওয়ায় শিক্ষকরা এখন কঠোর আন্দোলনের দিকে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আগামী ৮ জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ইতোমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে। শনিবার মুক্তাঙ্গনে লাল পতাকা নিয়ে মিছিল করেছে তারা। ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে বাজেট প্রস্তাব সংশোধন করে ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই বেতন বৃদ্ধিসহ সকল শিক্ষক-কর্মচারীর দাবি সংবলিত সকল প্রত্যাশা পূরণের জন্য অর্থ সংস্থান করতে হবে। অন্যথায় সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট আগামী ১৬ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ছয়টি বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করবে। ২২ জুন স্পীকারের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের কাছে তাঁদের ছয় দফা শিক্ষা এজেন্ডা বাস্তবায়নের স্মারকলিপি প্রদানের জন্য সংসদ অভিমুখে যাত্রা করবে। এ মাসের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২ জুলাই থেকে ঢাকায় অবস্থান ধর্মঘট করবে। শনিবার প্রেসক্লাবে প্রবীণ শিক্ষক নেতা এম শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নানসহ বিভিন্ন নেতা। তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেন। সেলিম ভূইয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার সমর্থকদের আরেকটি অংশও দাবি পূরণ না হওয়ায় সরকারের সমালোচনা করেছে।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এমএ বারী বলেছেন তাঁরাও আন্দোলনে যাবেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদার ও মহাসচিব নজরুল ইসলাম রনি বলেছেন ধোঁকাবাজ সরকারের কাছে সোজা পথে দাবি চেয়ে লাভ নেই, কঠিন আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি পূরণ করতে হবে।